আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস : সারা দেশে বর্ণাঢ্য আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার

যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করা হবে। দেশের সকল সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটির মসজিদ সমূহে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাতের মধ্যদিয়ে দিবসের কর্মসূচী শুরু হবে।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। সেদিন এ বাহিনী জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করে। ঐতিহাসিক এই দিনে প্রতিবছর এ কারণে 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'রূপে উদযাপিত হয়ে থাকে।

দিবসটি উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেতা পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

প্রেসিডেন্ট মোঃ জিল্লুর রহমান সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৯ উপলক্ষে তার প্রদত্ত বাণীতে বলেন, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জাতির গৌরব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী ১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে এবং এর ফলে আমাদের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশ নিয়ে দেশবাসীর আস্থা ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাদের অবদান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নসহ তাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের উপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

এ যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী তার বাণীতে আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার পাশাপাশি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কাজও শুরু করেন। তার হাতে গড়া সে বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব, উৎকর্ষ ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে তাদের কর্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী সবসময় দেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা,

বেসরকারী প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক ও গণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়ায়ও বাংলাদেশের শক্তিশালী উপস্থিতি প্রমাণ করেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া তার বাণীতে বলেন, সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠান। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্বশান্তি রক্ষায়ও তারা পালন করে চলেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আধুনিক, গতিশীল ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা সরকারে থাকতে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও একে শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট থেকেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন, নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল জেড ইউ আহমেদ এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল শাহ মোঃ জিয়াউর রহমান নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ বঙ্গবভনে রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে বীর শ্রেষ্ঠদের উত্তরাধিকারী এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করবেন।

এছাড়া সেনা, নৌ ও বিমান প্রধানগণও নিজ নিজ বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে অনুরূপ সংবর্ধনার আয়োজন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যায় ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে এক সংবর্ধনার আয়োজন করবেন। জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান বিচারপতি, সাবেক রাষ্ট্রপতিগণ, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা, সাবেক প্রধান উপদেষ্টাবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রীগণ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়র, সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টাগণ, ডেপুটি স্পীকার, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ, বিচারপতিগণ, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব, মুখ্য সচিব, প্রাক্তন বাহিনী প্রধানগণ, এ্যাটর্নী জেনারেল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভিসি ও প্রো-ভিসিগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, মহা-পুলিশ পরিদর্শক ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাগণ, ২০০৯ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, সকল সচিব প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ও সামরিক এটাশেবৃন্দ, রাজধানীতে অবস্থানরত স্বায়ত্তশাসিত ও আধা -স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধানগণ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বীরশ্রেষ্ঠের উত্তরাধিকারীগণ, প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, পদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তাগণ এবং তিন বাহিনীর চাকুরীরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে এ সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়া, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঘাটাইল, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস এবং বানৌজা তিতুমীর-এ অনুরূপ সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে।

ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তাসমূহ (শহীদ জাহাঙ্গীর গেট থেকে স্টাফ রোড পর্যন্ত প্রধান সড়ক) যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সেনানিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের বহনকারী যানবাহন ব্যতীত সকল প্রকার যানবাহন চালকদের আজ সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১১ টা ৩০ মি: পর্যন্ত এবং বিকাল ৬ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত সেনানিবাস এলাকা দিয়ে চলাচল পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সেনানিবাসের মধ্য দিয়ে যানবাহন চলাচলের সাময়িক বিঘ্নের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য ঢাকার বাইরে দেশের অন্যান্য সেনা গ্যারিসন, নৌজাহাজ ও স্থাপনা এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটিতেও বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

ঢাকা (সদরঘাট), নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও মংলায় বিশেষভাবে সজ্জিত নৌবাহিনী জাহাজসমূহ আজ বেলা ২ টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে গতকাল রাত আটটার বাংলা সংবাদের পর এক বিশেষ ‘অনির্বাণ’ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। বেসরকারী টিভি চ্যানেলসমূহ ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের উপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান এবং টক শো প্রচার করবে। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারও আজ সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিটে বিশেষ দুর্বার অনুষ্ঠান প্রচার করবে। অধিকন্তু, বেসরকারী টিভি চ্যানেল সমূহ উক্ত বিশেষ ‘অনির্বাণ’ অনুষ্ঠানটি প্রচার করবে।

এদিকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র এবং জার্নাল প্রকাশিত হবে। এছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা সম্বলিত প্রামাণ্য চিত্র বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং সেনা গ্যারিসন ও ঘাঁটিতে প্রচারিত হবে।

খুনী চক্র সক্রিয়

রায় কার্যকর হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী বহাল থাকবে –স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এড. সাহারা খাতুন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর পর্যন্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী বহাল থাকবে। তিনি বলেন, এই মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। গতকাল শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মুজিব সেনা নামক একটি শিশু সংগঠন আয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এড. সাহারা খাতুন বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল বিভাগের রায়কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা নিরাপত্তা বেষ্টনী রায় কার্যকর হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। তিনি বলেন, এমপি ফজলে নুর তাপসের উপর বোমা হামলা এবং এটর্নি জেনারেলকে হত্যা হুমকিতে এটা স্পষ্ট যে খুনীচক্র সক্রিয়। সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর আগে আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে মহিউদ্দিন ও বজলুল হুদাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। অন্যদেরও একইভাবে ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি জানান, পলাতকদের গ্রেফতারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশে ইন্টারপোলে রেড এলার্ট ইস্যু করবে। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরে ইন্টারপোলের সম্মেলনে বিষয়টি আমি উত্থাপন করেছিলাম।

নতুন পদ্ধতিতে সারা দেশে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ থেকে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ সারা দেশে নতুন পদ্ধতির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপনী পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ চূড়ান্ত পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আজ (২১ নভেম্বর) পরীক্ষা শুরু হয়ে ২২ ও ২৪ নভেম্বর তিনদিন এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল প্রকাশিত হবে ২০ ডিসেম্বর। ২৫ ডিসেম্বর কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

এদিকে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশের ২৮ ও ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের দুইশত গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ব্যতীত জনসাধারণের অনধিকার প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার দিনগুলোতে পরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বরগুনা জেলা সংবাদদাতা জানান, বরগুনার আমতলী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমতলী উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ১'শ ১০ জন ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন পদ্ধতিতে সমাপনী পরীক্ষার জন্য ১৪টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থান সংকুলন না হওয়ায় ইউনিয়নের ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্র নির্ধারণ করা হলেও নিরাপত্তার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমতলী পৌরসভার কেন্দ্রটি কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজে না করে আমতলী বন্দর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করা হয়েছে। মাত্র ২৮ শতাংশ জমির উপর নির্মিত বিদ্যালয়ের চারপাশে বসতবাড়ি। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনীও নেই। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করায় অভিভাবকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পৌর শহরে দুটি কলেজ ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারনে আমতলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্র করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাহতাব হোসেন জানান, বন্দর মডেল প্রাইমারীর চারপাশে জায়গা না থাকলেও নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া একদিন আগে কেন্দ্র পরিবর্তন করারও কোন সুযোগ নেই।

গফরগাঁও উপজেলা সংবাদদাতা জানান, উপজেলার একটি পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়নসহ ৩শ ১১টি সরকারী, বেসরকারী, রেজিঃ ব্র্যাক ও কমিউনিটি স্কুলসহ মোট পরীক্ষার্থী হচ্ছে ৬ হাজার ৫শ ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অংশ নিচ্ছে।

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর অঝোরে কাঁদলেন শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার

ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরে গিয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বিশেষ করে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে গিয়েই তিনি অঝোরে কেঁদে ফেললেন। বেশ কিছু সময় রইলেন নীরবে দাঁড়িয়ে। এ সিঁড়িতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে খুনীরা ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর গতকাল প্রথম ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীতে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করে মাগরিবের কিছু আগে তিনি সরাসরি ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীতে আসেন। তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে এ বাড়ীতে বেশ কিছু সময় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং '৭৫-এর ১৫ আগস্টে নিহত পরিবারের সদস্যসহ সকলের জন্য দোয়া করেন। রাত পৌনে ৮টায় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারী বাসভবন যমুনায় ফিরে যান।

গত বৃহস্পতিবার সকালে ইটালি থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীতে আসার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি আসেননি। পরে গতকাল হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বাড়ীতে আসেন। এর আগে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা ৩২ নম্বরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। তারা নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জাতির জনকের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীটি নানা কারণে ঐতিহাসিক। এ বাড়ী থেকেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ বাড়ীতেই বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনা ও শেখ

রেহানাকে গৃহবন্দী করে রাখে হানাদাররা। এ ছাড়া বাংলার মুক্তি সংগ্রামের নানা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে এ বাড়ী থেকে।

স্মৃতিবিজড়িত এ বাড়ীটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় ছিল। তাই প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি সরকারী বাড়ী গণভবনে বসবাস করেননি। বঙ্গবন্ধুকে খুনিরা এ বাড়ীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করে। বর্তমানে বাড়ীটি বঙ্গবন্ধু জাদুঘর। বিশ্ব রাজনীতির সবচে' মর্মান্তিক ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ বাড়ীতে। সে কারণেই সম্ভবত মানুষ হত্যাকাণ্ডের ৩৪ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীতে প্রতিদিন দলে দলে ছুটে আসে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্শী

হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা হতে মুসলমানগণ পবিত্র মক্কায় গমন করেন। তাদের মনে, মুখে একই ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে– "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক" অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি তোমারই সকাশে হাজির। আমি হাজির হে আল্লাহ! তোমার কোন শরীক ও অংশী নেই, আমি তোমারই দরবারে হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা এবং সকল নেয়ামত ও আধিপত্য তোমারই জন্য, তোমার কোন অংশী নেই। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

বস্তুত, প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা হজ আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অনেক দূরবর্তী অঞ্চল হতে কেউ কেউ পদব্রজেও হজ আদায়ে গমন করেন। তবে অধিকাংশ হজযাত্রীই হজের কিছুদিন পূর্বে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হয়ে থাকেন। অনেক হজযাত্রী এমনও আছেন, যারা রমযান মাস মক্কায় অতিবাহিত করে হজ আদায় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড)।

জীবনে একটি হজ ফরয। যদি কেউ একাধিকবার হজ করে, তবে তা নফল বলে পরিগণিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে লোকগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ জাল্লা সানুহু তোমাদের ওপর হজ ফরয করেছেন। এমন সাহাবী 'আকরা' ইবনে হাবিস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বছরই কি হজ করা ফরয? নবী করীম (সাঃ) বললেন : 'আমি যদি এর জবাব হ্যাঁ বলি, তবে তা-ই ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি তা ওয়াজিব হয়ে যেত, তবে তোমরা তদনুযায়ী আমল করতে না। আর তোমরা তা করতেও পারতে না। হজ মূলত একবারই ফরয। যদি কেউ এর অধিক করে তবে তা নফল।' (তিরমিজী, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, দারামী)।

বস্তুত যখন কুরআনুল কারীমের এই আয়াত "ওয়া লিল্লাহি আলান্ নাছি হিজ্জুল বাইতি মানেছতাত্বায়া ইলাইহি ছাবিলা' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরের হজ করা সেই লোকদের উপর কর্তব্য, যারা তথায় যাওয়া আসার সামর্থ্য রাখে" নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপরোক্ত ভাষণ দান করেন। হে লোক সকল! সম্বোধন দ্বারা এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই হজ জীবনে একবার পালন করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। কেননা, হজ জীবনে একবার আদায় করাই ফরয। একবার ফরয আদায় করার পরও যদি কেউ হজ করে তবে তা নফল হবে এবং নফল হজ আদায়ের সওয়াব লাভ করবে।

উল্লিখিত হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে তার ভাষণদানকালেই প্রশ্ন করেছিলেন। এই হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে সাথেই উত্তর প্রদান করেননি। বরং তিনি কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। এই চুপ করে থাকার কারণ ছিল এই যে, হয়ত তিনি ভাষণদানকালে প্রশ্ন করাকে সমীচীন মনে করেননি। কথা শেষ করার পূর্বে প্রশ্ন না করাই

শ্রেয়। তবে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকেননি। বরং অল্পক্ষণ পরই তিনি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করলেন। কারণ, তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে শরীয়তদাতা হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। জীবন ও জগতের বহুমাত্রিক ক্রিয়া-কর্মের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথনির্দেশ প্রদান করাই ছিল তার নবুওতী জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তিনি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করে গেছেন এবং সব সমস্যার সমাধান প্রদান করেছেন। তিনি যদি হ্যাঁ বলতেন, তাহলে প্রতি বছরই হজ করা ফরয হয়ে যেত। এটা হত মানুষের সাধ্যের বাইরের ব্যাপার। যা মহান আল্লাহ পাকের অভিপ্রেত হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাক কোনও ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য করেন না। এটা মহান আল্লাহ পাকের বড় এক অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। তবে যার যা করণীয় তা তাকে অবশ্যই আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের (সাঃ) নীতি ও আদর্শ অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) পথ ও মতের অনুসরণ করতে হবে। (মোল্লা আলী ক্বারী : ওমদাতুল ক্বারী শারহু সাহীদিল বুখারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের লক্ষ্য করে ভাষণ দান করলেন। এতে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, হজ ফরয হওয়ার নির্দেশ কুরআনুল কারীমের আয়াতের মাধ্যমে নাজিল হওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপরোক্ত ভাষণ প্রদান করেছিলেন এবং অত্যন্ত সহজ-সরল ও মনোরম ভাষায় মূল ভাবকে প্রকাশ করেছিলেন। এই ভাষণ এতই প্রাণস্পর্শী ছিল যে, এরপর আর কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার অবকাশ রইল না এবং মূল বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়ে উঠল। মহান আল্লাহর দরবারে এ কামনাই করছি, তিনি যেন আমাদের তাঁর নির্দেশ পালনের তাওফিক এনায়েত করেন, আমীন।

সারাদেশে আওয়ামী লীগের শোকরানা দিবস পালন

স্টাফ রিপোর্টার

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণায় সারাদেশে শোকরানা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ঢাকার বায়তুল মুকাররম মসজিদসহ সারাদেশের সকল মসজিদে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এবং মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছর প্রতীক্ষার পর বাঙালি জাতি ন্যায়বিচার পেয়েছে; কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। এই মামলায় ন্যায্য বিচার পাওয়ায় আওয়ামী লীগ গতকাল দুপুরে জাতির জনকের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং ১৫ আগস্টের কালোরাতে নিহত সকল শহীদানের পবিত্র রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল বাদ জুমা বায়তুল মুকাররম মসজিদে শোকরানা ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়; ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গির্জা এবং প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার আব্দুল হামিদ এডভোকেট, সংসদ উপনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আলহাজ আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, এডভোকেট সাহারা খাতুন, আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, ডাঃ দীপু মণি, নুহ উল আলম লেলিন, জাহাঙ্গীর কবির নানক, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, আসাদুজ্জামান নূর, ফরিদুন্নাহার লাইলী, এডভোকেট আফজাল হোসেন, হাবিবুর রহমান সিরাজ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, হারুন অর রশীদ, ডাঃ বদিউজ্জামান ভুইয়া ডাবলু, মৃণাল কান্তি দাস, আমিনুল ইসলাম, সুজিত রায় নন্দি প্রমুখ। এছাড়াও কর্মসূচিতে মন্ত্রী, প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, রমেশ চন্দ্র সেন, এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, ড. মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এ উপলক্ষে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা গতকাল দুপুরে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি পালন করেন।

এসব কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এ আজিজ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, নগর নেতা শাহে আলম মুরাদ, আসলামুল হক আসলাম প্রমুখ। সহযোগী সংগঠনের অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোঃ ওমর ফারুক চৌধুরী, মির্জা আজম, নজিবুল্লাহ হিরু, ফজলুল হক আতিক, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এডভোকেট মোল্লা মোঃ আবু কাউছার, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ, মহিউদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, আব্দুল্লাহ আল সায়েম প্রমুখ। সম্মিলিত ক্রীড়া পরিবারের স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, ফজলুর রহমান বাবুল, দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল, বাদল রায়, গাজী গোলাম দস্তগীর, শামসুল হক চৌধুরী, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কাশেম আহমেদ, ওলামা লীগের মাওলানা ইসমাইল হোসাইন, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা সভা

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের সেবাইত প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সভায় পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন এমপি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য সতিশ চন্দ্র রায়, মুকুল বোস, বীরেন সিকদার এমপি, সাধন মজুমদার এমপি, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা, ড. এল এম নাথ, ড. দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য, কাজল দেবনাথ, ননী গোপাল মণ্ডল এমপি, অধ্যাপিকা অপু উকিল এমপি, সাধনা হালদার এমপি, মনোরঞ্জ শীল এমপি, অনিল চন্দ্র নাথ, সি আর মজুমদার, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট সত্যেন্দ্র ভক্ত, পংকজ নাথ, এডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল চ্যাটার্জী, সুজিত রায় নন্দি, বাসুদেব ধর, মনিন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, সুবোধ চন্দ্র সাহা, বীরেশ চন্দ্র সাহা, মঙ্গল চন্দ্র ঘোষ, জে এন ভৌমিক, বাবুল দেবনাথ, পান্নালাল দত্ত, মিলন দত্ত, কর্নেল (অব) সি কে দাস, কর্নেল (অবঃ) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্যামল ব্যানার্জী, মঞ্জু ধর, পদ্মাবতী দেবী, রমেন মণ্ডল, সুব্রত পাল, হীরেন্দ্রনাথ সমাজাদার হীরু, এডভোকেট কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, এডভোকেট শ্যামল কুমার, বিমল সমাদ্দার, গোপাল দেবনাথ, মিহির রঞ্জন হাওলাদার, সুখেন্দু বৈদ্যু, দেবাশীষ বিশ্বাস, প্রাণতোষ আচার্য শিবু, নিহার হালদার, সাগর হালদার, স্বপন কর্মকার, রবীন্দ্রনাথ বসু, এডভোকেট স্বপন রায়, তাপস কুণ্ডু, দিলীপ ঘোষ, মানিক সরকার পলাশ, দিপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ।

বিএমএ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামীদের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষিত হওয়ায় সমগ্র জাতির সাথে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন তথা দেশের সকল স্তরের চিকিৎসক সমাজও অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। দীর্ঘ ৩৪ বছর প্রতীক্ষার পর সুষ্ঠু বিচার ঘোষিত হওয়ায় আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে এসেছে, এ জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে লাখো শুকরিয়া। গতকাল এ উপলক্ষে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সভাপতি ডাঃ মাহবুব হাসান ও মহাসচিব ডাঃ শারফুদ্দিন আহমেদসহ কার্যকরী পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

খ্রিস্টান এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি এবং মহাসচিব মিঃ নির্মল রোজারিও একযুক্ত বিবৃতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি এ রায় অবিলম্বে কার্যকর করার দাবী জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, রায় ঘোষণার মাধ্যমে সত্যের জয় এবং জাতি পাপমুক্ত হয়েছে।

ইসলামী ফ্রন্টের সন্তোষ প্রকাশ

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আল্লামা এম এম মান্নান ও মহাসচিব আলহাজ এম এ মতিন এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা রায় সুপ্রীম কোর্ট বহাল রাখায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ইসলাম কোন প্রকার হত্যাকে সাপোর্ট করে না। এই রায় থেকে সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে– হত্যা, যুলুম, নির্যাতন করে কেউ সাময়িক পার পেলেও তার শেষ পরিণতি ভোগ করতেই হবে সেটি আরও একবার প্রমাণিত হলো।

১১ দল

১১ দলের সমন্বয়ক মাহমুদুর রহমান বাবু দীর্ঘ ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, জাতির জনকের হত্যার বিচার যদি সময়মতো হতো তবে আজ দেশে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদী শক্তির উত্থান হতো না। তিনি এই রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবী জানান।

সেলিমা রহমান সালাহ উদ্দিনসহ অর্ধশত আহত

সংঘর্ষে কক্সবাজার জেলা বিএনপির কাউন্সিল পণ্ড

কক্সবাজার অফিস

কক্সবাজার জেলা বিএনপির কাউন্সিল গতকাল সংঘর্ষে পণ্ড হয়ে গেছে। এমনিতেই কক্সবাজার জেলা বিএনপির সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সন্দেহ শংসয় দানা বেঁধে চলছে। পূর্ব থেকে এ সম্মেলনের ১৯ নভেম্বর দিন তারিখ ঠিক করে রাখা হলেও গ্রুপিংয়ের কারণে একদিন পিছিয়ে গতকাল এর আয়োজন করা হয়। কাউন্সিল সফল করার জন্য জেলা বিএনপির আহবায়ক সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

দীর্ঘদিন থেকে জেলা বিএনপিতে চলে আসা গ্রুপিংয়ের কারণে কাউন্সিলের অনিশ্চয়তা কাটছিল না। বিএনপির নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, কক্সবাজার জেলা বিএনপিতে সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দীন আহমদ বর্তমান আহবায়ক শাহজাহান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল বশর চৌধুরীসহ একটি গ্রুপ এবং সদরের এমপি লুৎফুর রহমান কাজল, সাবেক এমপি আলমগীর ফরিদসহ আরেকটি গ্রুপের মধ্যে রেশারেশি এবং দলাদলি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। গতকালের কাউন্সিলকে ঘিরে এই দু'গ্রুপের মধ্যেই দলাদলি, সংঘাত প্রকাশ্যেরূপ ধারণ করে। সম্মেলন শেষে দু'পক্ষের মারমারিতে কাউন্সিল পণ্ড হয়ে যায়। রাতে এ রিপোর্ট লেখার সময় জেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট আবদুল্লাহর সাথে কথা বলে জানা যায়, কেন্দ্রীয় নেত্রী সেলিমা রহমান ও সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদসহ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মত জেলা কমিটি ঘোষণার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সম্মেলন শেষে কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম সেলিমা রহমান শাহজাহান চৌধুরীকে সভাপতি ঘোষণা করার পরে সিনিয়র সহ সভাপতি এটিএম নুরুল বশর চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়। জেলা সাধারণ সম্পাদক পদে এড. শামিম আরা স্বপ্নার নাম ধরার সাথে সাথে মঞ্চে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে কেন্দ্রীয় নেত্রী সেলিমা রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ, শাহজাহান চৌধুরীসহ অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেলিমা রহমান দ্রুত লুৎফুর রহমান কাজলের গাড়ীতে করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এসময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা মঞ্চ ভাঙচুর করে। সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ ও এমপি হাসিনা আহমদকে বিক্ষুব্ধ জনতা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ এবং নেতাকর্মীদের হস্তক্ষেপে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক রায়ে জাতি কলংকমুক্ত হয়েছে

বঙ্গবন্ধু হত্যার রায়ের জন্য বায়তুল মুকাররম মসজিদে শোকরানা মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার

গত ১৯ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ঐতিহাসিক রায়ের শোকরানা হিসেবে গতকাল বাদ জুমা বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আযাদ, নৌপরিবহন মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফসারুল আমীন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান খান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুর রাজ্জাক এমপি, আমীর হোসেন আমু এমপি, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, জনাব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এমপি। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মোজাফফর হোসেন পল্টু, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে দেশের বিভিন্ন মসজিদে শোকরানা দিবস পালনের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমসহ সারা দেশে মসজিদে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, ৩৪ বছর পর জাতির জনকের হত্যার বিচার পেয়ে শোকরিয়া আদায় করছি। ঐতিহাসিক রায় যেন দ্রুত কার্যকর হয়, সে জন্যে তিনি জনগণের নিকট দোয়া কামনা করে বলেন এ রায়ের মাধ্যমে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

ডিজি সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, জাতির জনকের হত্যার সুবিচার পেয়ে জাতি কলংক থেকে মুক্তি পেয়েছে।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে খুতবার পূর্ব বয়ানে ভারপ্রাপ্ত পেশ ইমাম মাওলানা ওয়ালীয়ুর রহমান খান বলেন, বিচার বহির্ভূত কোন হত্যাই ইসলাম সমর্থন করে না। তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড জঘন্য হত্যাকাণ্ড। ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জাতি কলঙ্ক মুক্ত হলো। জুমার নামায শেষে হাফেজ মাওলানা আবু তাহেরের পরিচালনায় মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত পেশ ইমাম মাওলানা ওয়ালীয়ুর রহমান খান। মাহফিলের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা এ.টি.এম ইনামুল হক, ইফা'র উপ-পরিচালক। মোনাজাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের শাহাদাত কবুল, তাদের রূহের মাগফেরাত এবং বেহেশত কামনা করা হয়। মোনাজাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, দেশ ও জাতির অব্যাহত সুখ-শান্তি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

কোরবানীর গরুর হাট বসানো নিয়ে বিরোধ

কেরানীগঞ্জে ক্ষমতাসীন কর্মীদের হামলায় ১৫ জন আহত

১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কেরানীগঞ্জ উপজেলা সংবাদদাতা

কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় নির্দিষ্ট জায়গায় গরুর হাট না বসিয়ে সাধারণ মানুষের দোকান-পাট উচ্ছেদ করে সেখানে হাট বসানোর প্রতিবাদ করায় ক্ষমতাসীন দলের কিছু লোকদের হামলায় ১৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে মান্নান, হানিফ, লিটন, সেলিম, আবুবকর, সোহেল ও রানার নাম জানা গেছে। এ

ঘটনায় উল্টো দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে গত বৃহস্পতিবার রাতে ১৭ জনের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা হয়েছে।

জানা যায়, হাসনাবাদ কন্টিনার রোড কোরবানীর গরুর হাট বসানোর জন্য ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা ইজারা আনেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে ওই নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়াও সাধারণ মানুষের দোকান উচ্ছেদ ও সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে সেখানে হাট বসানোর জন্য ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা বাঁশ-খুঁটি পুঁতছিল। এ সময় এলাকার দোকানদার ও সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করায় ক্ষমতাসীন দলের লোকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে এবং ক্ষমতাসীন লোকদের হামলায় ১৫ জন আহত হয়। এ সময় ক্ষমতাসীন দলের লোকজন এলাকায় কয়েকটি সিএনজি গাড়ি ভাংচুর করে এবং বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে উল্টো প্রতিবাদকারী ১৭ জনের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করে।

রায়গঞ্জে ২ কোটি টাকার দরপত্র হাতিয়ে নিয়েছেন প্রভাবশালী ঠিকাদাররা

তাড়াশ উপজেলা সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলা স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি স্কুল নির্মাণের কাজের টেন্ডার উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ঠিকাদাররা উপজেলা প্রকৌশলীর সহায়তায় হাতিয়ে নিয়েছেন। জানা যায়, উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ উপজেলার এসব বিদ্যালয় ভবন ও ফার্নিচার সরবরাহ কাজের জন্য প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ টাকা দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ১৮ নভেম্বর। তাড়াশ উপজেলা প্রকৌশল অফিসের ১৩টিসহ প্রায় ৭০টি সিডিউল বিক্রি হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও ঠিকাদার আবু বক্কর সিদ্দিক খোকাসহ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ঠিকাদাররা সিরাজগঞ্জ ও তাড়াশে ক্রয়কৃত সিডিউলগুলো সমাঝোতা করে নিয়ে নেয়। ফলে তাড়াশ ও সিরাজগঞ্জে কোন সিডিউল ড্রপ হয়নি। একাধিক ঠিকাদাররা জানিয়েছেন, একটি সিন্ডিকেট মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ ও অন্যান্য দলের ঠিকাদারদের উপজেলা প্রকৌশল অফিসে ক্যাডারদের দিয়ে লাঞ্ছিত করে এবং প্রত্যেকটি টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সমঝোতার মাধ্যমে টেন্ডার সম্পন্ন করলে প্রায় ৫০ লাখ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে।

বেনাপোল সীমান্তে বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বিএসএফ

বেনাপোল অফিস

বেনাপোলের বড়আচড়া সীমান্তে তিমির (৩২) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে গতকাল ভোরে পিটিয়ে হত্যা করেছে বিএসএফ। বিডিআর ও গ্রামবাসীরা জানায়, ভোররাতে তিমির ভারত থেকে গরু নিয়ে বড়আঁচড়া সীমান্তে প্রবেশের সময় পিরোজপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে তাড়িয়ে ধরে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ সীমান্তবর্তী ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়। সকালে গ্রামবাসীরা লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। ভারতের বনগাঁ থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। নিহত তিমিরের ঠিকানা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, গরু ব্যবসায়ীরা কোরবানি ঈদের বেশীরভাগ গরু সীমান্ত পথে ভারত থেকে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় গরু ব্যবসায়ীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে।

রাজধানীতে সন্ত্রাসীদের গুলী ও দেয়ালচাপা পড়ে দু'জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

রাজধানীর শাহআলী এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলীতে এক ব্যক্তি এবং দারুস সালাম এলাকায় দেয়ালচাপা পড়ে অপর এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে।

মিরপুরে গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সন্ত্রাসীদের গুলীতে আবুল কালাম আজাদ ওরফে রাজু আহমেদ (৪০) নিহত হয়েছেন। মধ্যরাতে আবুল কালাম বাসায় ফেরার পথে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তার উপর গুলী চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পুলিশ লাশের সুরতহাল করে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানায়, শাহআলী থানার অদূরে এফ ব্লকের ৫/৩৫ নম্বর বাসা সংলগ্ন রাস্তা থেকে মাথায় গুলীবিদ্ধ ও রক্তাক্ত অবস্থায় আজাদের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষণিক কোন কারণ জানা যায়নি। তবে প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীদের হাতে সে গুলীবিদ্ধ হয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

পুলিশ জানায়, নিহত রাজু আবদুল আজিজের পুত্র। তার বাড়ী মাগুরা জেলার সদর থানার কোলিয়াপাড়া গ্রামে। তার নামে আদাবর থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এ ব্যাপারে শাহআলী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অপর ঘটনায় দেয়ালচাপা পড়ে রাজধানীর মিরপুরের টোলারবাগ এলাকায় শুক্রবার সকালে হানিফ মিয়া (২৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে দুইজন। হানিফ টোলারবাগ এলাকায় একটি চায়ের দোকান চালাতেন। সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

দারুস সালাম থানার ওসি এস এম মোস্তাক হোসেন জানান, নতুন ভবন নির্মাণের জন্য পুরনো বাড়ীর একটি দেয়াল ভাঙার সময় তা হানিফের চায়ের দোকানকে চাপা দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই হানিফসহ তিনজন আহত হয়। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা হানিফকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

নিহত আলী হোসেন কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার নরপাটি গ্রামের শুক্কুর আলীর পুত্র। এ ঘটনায় মাটির ঠিকাদার মনিরকে পুলিশ আটক করেছে।

পুলিশ জানায়, অপরিকল্পিতভাবে মাটি খনন সময় দেয়াল ও মাটিচাপা পড়ে হানিফ মারা যায়।

নিহত হানিফ টোলারবাগ এলাকায় সুরুজের বাড়িতে ভাড়া থাকতো। ঘটনার পর বাড়ির মালিক শাহজাহান পলাতক রয়েছে। এ ব্যাপারে দারুস সালাম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বোরহানউদ্দিনে খুনী মাজেদের স্বজনদের দ্বিধাহীন অভিমত

জাতির জনকের খুনীদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই

বোরহানউদ্দিন উপজেলা সংবাদদাতা

ভোলার বোরহানউদ্দিনের বড় মানিকা ইউনিয়নের উত্তর বাটামারা গ্রাম যা স্থানীয়ভাবে কুড়ালিয়া গ্রাম নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ক্যাপ্টেন মাজেদের জন্ম স্থান ওই গ্রামে। এই বোরহানউদ্দিন তথা ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসন থেকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে নির্বাচন করে প্রথম এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার কিছু সময় পর ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার আগে ও পরে বোরহানউদ্দিনেও নেয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যদিও ওই গ্রামে মাজেদের জন্মস্থান কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর তিনি বাড়ীতে তেমন আসতেন না। ৪ ভাই, ৬ বোনের মধ্যে ক্যাপ্টেন মাজেদের অবস্থান ৩য়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীতে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ওই মাজেদ। খন্দকার মোস্তাক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে ক্যাপ্টেন মাজেদ হাত মেলায় মোস্তাকের সাথে। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করলে ১০ বছরের মাথায় চাকরি ছেড়ে দেন ক্যাপ্টেন মাজেদ এবং তাকে চট্টগ্রামে আটক করে চট্টগ্রাম কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি রাখা

হয়। এরশাদের সামরিক শাসন আমলে তাকে ছেড়ে দিয়ে একটি সংস্থার পরিচালক করে পুনরায় পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৯৬ সালে ইনডেমনিটি অব অধ্যাদেশ বাতিলের পর আত্মস্বীকৃত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ একুশ বছর হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। অনেক চড়াই-উৎরাইর পর গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে আঃ মাজেদকেসহ ১২ জনকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন মাজেদ পলাতক অবস্থায় আছেন। তার বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। ব্যক্তি জীবনে ৪ মেয়ে ও ১ ছেলের জনক তিনি। তার স্ত্রী ডাক্তার সালেহা ঢাকার মিরপুরে থাকেন। কুড়ালিয়ার পৈতৃক বাড়ীতে তার কোন জমিজমা নেই। ওই বাড়ীতে ৭/৮টি বসত ঘরে রয়েছে। যাতে ভাইসহ তার নিকট আত্মীয়রা বসবাস করেন। তাদের সাথে মাজেদের ন্যূনতম কোন যোগাযোগ নেই বলে তারা দাবী করেন। রায় এবং মামলা সম্পর্কেও তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তার বড় ভাই মন্তাজ (৭০) বলেন, বঙ্গবন্ধুর মত একজন ব্যক্তিকে যারা হত্যা করেছে তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। তার আরেক ভাই মজিদ মেম্বার (৬৫) বলেন, যারা জাতির জনককে হত্যা করেছে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। মেঝো ভাইয়ের স্ত্রী রোকসনা (৫২) বলেন, পাপ করলে শাস্তি হবে এটাই নিয়ম। তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই। শেখ সাহেবকে যারা মেরেছে এখন তারা মরলে আমরা খুশি। প্রতিবেশী আব্দুল কাদের (৭০), রহিমা (৩৪), ফাতেমা (৪০), মোশারেফ (৩৭), আব্দুল মতিনসহ (৬৫) আরও অনেকে এ রায়ের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে দোষীদের অবিলম্বে ফাঁসি কার্যকরের দাবী জানান। এদিকে তার বাড়ী, প্রতিবেশীসহ বোরহানউদ্দিনের কোথাও ক্যাপ্টেন মাজেদ নামক কোন ব্যক্তি আলোচনায় নেই। বরং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সকল আসামীর যথাযথ শাস্তি হয়েছে এবং জড়িত মাজেদ ক্যাপ্টেনও বিচারের আওতায় এসেছে এতেই বোরহানউদ্দিনবাসী দায়মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

মহাজোটের শরীকদের কথাবার্তায় সংযমী হওয়া উচিত জাপা মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার

মহাজোটের শরীক দলগুলোর সিনিয়র নেতাদের প্রতি কথাবার্তায় সংযমী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেন, কাচের ঘরে বাস করে ঢিল ছোড়া উচিত নয়। মহাজোটের শরীকদের কথাবার্তা বলার সময় হিসাব-নিকাশ করা উচিত। বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় হয়েছে এটা জাতির জন্য খুশির খবর। এখন ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। এ সময় আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টির মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করলে ষড়যন্ত্রকারীরা লাভবান হবে। গতকাল রায়েরবাজার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ধানমন্ডী থানার দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছেন। আর দেশে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটিয়েছেন এইচ এম এরশাদ। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর অনেকেই ক্ষমতায় ছিল কিন্তু দেশের উন্নয়নের বিপ্লব ঘটিয়েছেন একমাত্র এরশাদ। কাজেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেমন এই জাতিকে দেশ উপহার দিয়েছেন, তেমনি এইচ এম এরশাদ দিয়েছেন উন্নয়ন। অথচ দেশের একটি শ্রেণী আছে যারা এরশাদের বিরোধিতা করাকে ফ্যাশন মনে করেন। যারা এসব করেন তাদের সঙ্গে মহাজোটের শরীক আওয়ামী লীগ নেতাদের সুর মেলানো উচিত নয়। মনে রাখতে হবে শেখ হাসিনা এবং এইচ এম এরশাদ সকল ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে ওদের পরাজিত করেছে। পরাজিতরা মহাজোটের ঐক্য বিনষ্টের সুযোগ পায় এমন বক্তব্য কারো দেয়া উচিত নয়। এম এ সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাবেক মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদ, নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী এমপি প্রমুখ বক্তৃতা করেন। জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় প্রমাণ করে এ দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান। এ রায়ের ফলে দেশ ও জাতি আজ কলংকমুক্ত। ষড়যন্ত্রকারীরা এ রায়কে সামনে রেখে অনেক চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সরকার ও দেশবাসীর একান্ত প্রচেষ্টায় কোন ষড়যন্ত্রই সফল হতে পারেনি। তিনি বলেন, এই মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিডিআর হত্যাযজ্ঞ, ব্যারিস্টার তাপস হত্যা চেষ্টাসহ একাধিকবার দেশে অরাজকতা পরিবেশ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, পল্লীবন্ধু এরশাদ যতদিন মহাজোটে আছে ষড়যন্ত্রকারীরা যতই চক্রান্তে লিপ্ত হউক না কেন আমরা তথা জাতীয় পার্টি

তা সফল হতে দেব না।

আইনগত ভিত্তি ছাড়াই যমুনা টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে -নুরুল ইসলাম বাবুল

স্টাফ রিপোর্টার

যথাযথ আইনগত ভিত্তি ছাড়াই যমুনা টেলিভিশনের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল। পাশাপাশি এ ঘটনার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সুষ্ঠু তদন্ত এবং ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন।

গতকাল (শুক্রবার) যমুনা টেলিভিশন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, যে চিঠির সূত্র ধরে তথ্য মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি যমুনা টেলিভিশনের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। কারণ গত ৮ অক্টোবর তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে যমুনা টেলিভিশন পুনঃঅনাপত্তি চেয়ে কোন ধরনের চিঠি দেয়নি।

এর আগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গত বৃহস্পতিবার অনাপত্তি না থাকার কারণ দেখিয়ে যমুনা টেলিভিশনের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। বিটিআরসি কর্মকর্তারা রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রতিষ্ঠানটির প্রগতি সরণির কার্যালয়ে গিয়ে এই সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। যমুনা টিভির সম্প্রচার বন্ধের কারণ হিসেবে বিটিআরসি জানায়, যমুনা টেলিভিশন লিমিটেড গত ৮ অক্টোবর স্যাটেলাইট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পুনঃঅনাপত্তি প্রদানের আবেদন করেছে। উক্ত আবেদন বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় যমুনা টেলিভিশন পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করেছে যা আইনসম্মত নয়। এ অবস্থায় অবিলম্বে যমুনা টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

এরই প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ফ্যাক্স যোগে যমুনা টেলিভিশনে একটি চিঠি আসে। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ নিয়ে বিটিআরসির একজন সহকারী পরিচালক (স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট) প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালান। এ সময় টেলিভিশনের বিভিন্ন রুমে অভিযান চালিয়ে বিটিআরসির কর্মকর্তারা বেশকিছু যন্ত্রপাতি জব্দ করে নিয়ে যায় এবং একটি রুম সিলগালা করে দেয়া হয় বলে যমুনা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল বলেন, গত ২০০২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী যমুনা টেলিভিশন সরকারের কাছ থেকে টেরিস্ট্রিরিয়াল এবং স্যাটেলাইট সম্প্রচারের জন্য অনাপত্তিপত্র পায়। ২০০৪ সালের ১০ মার্চ তৎকালীন সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি ও বিটিআরসি ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বাতিল করে দেয়। তৎকালীন সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করি। হাইকোর্ট ২০০৫ সালের ৩০ মে তথ্য মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির দু'টি চিঠিকে অবৈধ ঘোষণা করে। এরপর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে তা খারিজ হয়ে যায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার রিভিউ করার আবেদন করে। কিন্তু সরকারের সেই আবেদনও সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেন। অর্থাৎ অনাপত্তিপত্র ও ফ্রিকোয়েন্সি লাইসেন্স বরাদ্দ আগের মতোই বহাল থাকলো। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ অনুযায়ী বিটিআরসি গত বছরের ২০ নভেম্বর যমুনা টেলিভিশনকে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি দেয়। বিটিআরসি শর্ত দেয় এক বছরের মধ্যে সম্প্রচার শুরু করতে। সেই অনুযায়ী যমুনা টেলিভিশন ১৫ অক্টোবর থেকে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করে এবং বিটিআরসিকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, যমুনা টেলিভিশন এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সম্প্রচার শুরু করেছে।

তিনি অভিযোগ করেন, যমুনা টেলিভিশনের কয়েকটি কক্ষে প্রবেশ করে তারা বেশকিছু যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলে

এবং দুজনকে মারধর করে।

গলাচিপায় খুনী মহিউদ্দিনের অগ্নিদগ্ধ বাড়িতে পুলিশ প্রহরা

গলাচিপা (পটুয়াখালী) উপজেলা সংবাদদাতা

গলাচিপায় বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী মেজর (অব.) মহিউদ্দিনের গলাচিপা শহরের শেরে বাংলা রোডের বাড়িতে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা ওই বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে কয়েকশ' বিক্ষুব্ধ জনতা খুনী মহিউদ্দিনের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করার পর আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী আগুন জ্বলতে থাকে। এতে ঘরের অধিকংশ মালামাল পুড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। গলাচিপায় ফায়ার স্টেশন না থাকায় চেষ্টা করেও আগুন নিভাতে পারেনি। এ সময়ে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। তারা পুলিশকে বলতে থাকে আপনারা জাতির পিতাকে রক্ষা করতে পারেননি এখন এসেছেন খুনীর বাড়ি রক্ষা করতে। খুনীদের ঠিকানা গলাচিপার মাটিতে থাকতে দেয়া হবে না। এ দ্বিতল পাকা ভবনটিতে দু'টি ভাড়াটিয়া পরিবার বসবাস করতো। আপিল আদালতের রায় ঘোষণার পর হামলা হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা দুপুরেই অন্যত্র চলে যায়।

সংস্কৃতি

টিএসসিতে মেহেদী উৎসব

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসির শহীদ মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এলিট মেহেদী উৎসব ও প্রতিযোগিতা। নানা নকশার মধ্য দিয়ে তরুণীরা নিজেদের হাত রাঙিয়েছে মনের মাধুরী মিশিয়ে। মনের কথাগুলো প্রকাশ পেয়েছে মেহেদীর তুলিতে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে এর আয়োজন করেন যৌথভাবে ঢাকাবাসী সংগঠন ও বিশ্ব কলাকেন্দ্র।

ঢাকাবাসী সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাশেদ খান মেনন এমপি। এছাড়াও বিশ্ব কলা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাবি রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, এলিট কসমেটিক'র ডিজিএম আবুল হোসেন ও ঢাকাবাসীর উপদেষ্টা নাগিনা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল কাদেরের বীণ বাজনার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এতে অর্ধ শতাধিক তরুণী অংশ নেয়। তাদের প্রত্যেকের হাতে মেহেদী দিয়ে সাজানো ভিন্ন ভিন্ন নকশা শোভা পায়। এদের মধ্যে সেরা দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় রাশেদ খান মেনন বলেন, মেহেদী উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। এটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসব সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। তিনি বলেন, ঢাকাবাসীর উদ্যোগে আমাদের হারানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুমোদন পেয়েছে ব্রাজিল

ইনকিলাব ডেস্ক

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গতকাল তুলার ক্ষেত্রে অসম ভর্তুকি প্রদান করায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করতে ব্রাজিলকে অনুমতি দিয়েছে। সূত্র জানায়, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গতকাল থেকে ব্রাজিল অনুমোদন পেয়েছে। তারা যখন চাইবে তখন থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। ডব্লিউটিও গত আগস্ট মাসে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল যে, আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্য নামিয়ে আনার জন্য দায়ী ভর্তুকির ব্যাপারে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রাজিল প্রতিবছর ১৪ কোটি ৭৩ লাখ ডলার পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। ২০০৬ সালের উপাত্তের ভিত্তিতে ১৪ কোটি ৭৪ লাখ ডলার হিসাব অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ব্রাজিল বলেছে, এ বছরের জন্য তাদের হিসাব অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার পরিমাণ প্রায় ৮০ কোটি ডলারে পৌঁছতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাঁচাতে ইনডেমনিটি জারিতে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে -সাজেদা চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেছেন, যারা বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাঁচাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল এবং পরবর্তীতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই কালো অধ্যাদেশ বাতিল করেনি তাদের সকলকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

উপনেতা গতকাল বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্ট শহীদদের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন। এ সময় উপনেতার সাথে তার পুত্র আওয়ামী লীগ নেতা আয়মন আকবর বাবলু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ উপনেতা বঙ্গবন্ধুর খুনীদের রায়ের আদেশ বহাল থাকায় আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করে বলেন, ১৫ আগস্টের খুনীরা যারা বিদেশে পলাতক আছে তাদেরও দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, এই রায় কার্যকর হলে দেশে হত্যার রাজনীতি বন্ধ হবে, দেশবাসী আইনের ব্যাপারে আরোও শ্রদ্ধাশীল হবে। তিনি বলেন, সেদিন খুনীরা নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করেছিল। এই রায়ের ফলে জাতির ললাট থেকে ৩৪ বছরের কলংক দূর হলো। উপনেতা দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন। শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে অচিরেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে তিনি এই আশাবাদও ব্যক্ত করেন।

কক্সবাজার জেলা টঙ্গীবাড়ি লৌহজং সোনারগাঁও তারাকান্দা সখিপুর বরুড়া ও ফুলবাড়ি উপজেলা কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম দঃ জেলা বিএনপি'র দুই গ্রুপ

মুখোমুখি : বাগেরহাটের ৫ উপজেলায় পাল্টা কমিটি : ফরিদপুরে সংঘর্ষের আশঙ্কা

ইনকিলাব ডেস্ক

এবারে মুখোমুখি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র দু'গ্রুপ। আগামীকালের সম্মেলন সামনে রেখে একই সময়ে নগরীতে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিয়েছে একাংশ। এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বাগেরহাটে ৫ উপজেলা ও পৌরসভায় আলাদা কমিটি গঠন করেছে বিদ্রোহীরা। ফরিদপুরে সম্মেলন পণ্ড করার পর আবারো সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে। মামলা হয়েছে ৮ জনের বিরুদ্ধে। এছাড়া কক্সবাজার জেলা, টঙ্গিবাড়ি ও লৌহজং, ফুলবাড়ি, তারাকান্দা সখীপুর, বরুড়া ও সোনারগাঁও উপজেলা এবং মেহেরপুর পৌর বিএনপি'র কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম সেলিম চট্টগ্রাম থেকে জানান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপ এখন মুখোমুখি। আগামীকাল রোববার বাঁশখালীতে জেলা বিএনপি'র পূর্ব ঘোষিত সম্মেলনকে চ্যালেঞ্জ করে দলের একাংশ একই দিনে নগরীতে পাল্টা সম্মেলন অনুষ্ঠানের ডাক দিয়েছে। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সম্মেলনে দলের একাংশের নেতারা অভিযোগ করেন, আহ্বায়ক জাফরুল ইসলাম চৌধুরী তার একক সিদ্ধান্তে জেলা বিএনপি'র সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করে জেলার এক প্রান্তে দুর্গম বাঁশখালী উপজেলার ডিগ্রী কলেজ মাঠে স্থানান্তর করেছেন। তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় সম্মেলনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে পকেট কমিটি গঠনের আয়োজন চূড়ান্ত করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। তারা আজকের মধ্যে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে পাল্টা সম্মেলন আয়োজনেরও হুমকি দেন।

এদিকে জেলা বিএনপি'র আহবায়ক জাফরুল ইসলাম চৌধুরী বাঁশখালীতে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান। তিনি বলেন, কিছু নেতা অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করছেন। তাদের সাথে তৃণমূল নেতাদের কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে সম্মেলনকে ঘিরে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি পৌরসভা ও উপজেলায় বিএনপি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক উপজেলায় গঠন করা হয়েছে পাল্টাপাল্টি কমিটি। আগামীকালের সম্মেলনে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশংকা করছেন অনেকে।

চলতি মাসের শুরুতে জেলা বিএনপি'র সভায় নগরীর দ্যা কিং অব চিটাগাং কমিউনিটি সেন্টারে গেল বৃহস্পতিবার সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা উপলক্ষে সম্মেলন স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে আগামীকাল রোববার বাঁশখালী উপজেলা সদরের ডিগ্রী কলেজ মাঠে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেলা বিএনপি'র একাংশের নেতারা এর বিরোধিতা করে সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, জেলা সদরে এতদিন সম্মেলন হয়ে আসছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের এ রেওয়াজ না মেনে আহ্বায়ক তার একক সিদ্ধান্তে সম্মেলনের ভেন্যু পরিবর্তন করে তার দূর গাঁয়ে একটি উপজেলা সদরে নির্ধারণ করেছেন। এতে করে সম্মেলনে যোগদানকারী নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক গাজী মো: শাহজাহান জুয়েল, সারওয়ার জামাল নিজাম, আহমদ খলিল খান, এডভোকেট মিজানুল হক, আবু তাহের চৌধুরী, আবদুল গফফার চৌধুরী, ইফতেখার হোসেন মহসিন, লেয়াকত আলী, এডভোকেট মো: ফোরকান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনকারীদের অভিযোগ সত্য নয় বলে উল্লেখ করে বলেন, বোয়ালখালী ছাড়া সব উপজেলা ও পৌরসভার কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচিত কমিটির সদস্য তথা কাউন্সিলররা কালকের সম্মেলনে যোগ দেবেন।

মাসুদুল হক, বাগেরহাট থেকে জানান, বাগেরহাটে আগামী ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিএনপির দলীয় কাউন্সিলকে ঘিরে কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। জেলা বিএনপির বিদ্রোহী তালিম-মুজিবর গ্রুপ জেলা আহবায়ক ও গুটি কয়েক নেতার কেন্দ্রীয় নির্দেশ অমান্য করে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মতামত উপেক্ষা করে ঘরে বসে পকেট কমিটি গঠন এবং স্বৈরাচারী মনোভাব ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানিয়ে পৃথকভাবে জেলার সকল উপজেলায় পাল্টা কমিটি করার ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহী গ্রুপ জেলার ৫টি উপজেলা ও পৌরসভা ইউনিটে পাল্টা কমিটি গঠন করেছে। জেলা বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দিন দিন মারমুখী ও সংঘর্ষের দিকে রূপ নিচ্ছে।

বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি'র সম্মেলন করতে না দিয়ে জেলা আহবায়কের বাসায় বসে কমিটি করায় অপর গ্রুপ পাল্টা কমিটি গঠন করেছে। জেলা বিএনপির বিদ্রোহী তালিম-মুজিবর গ্রুপের পাল্টা সম্মেলনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে মোড়েলগঞ্জ কালাচাদ মাজার চত্বরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক সাবেক সংসদ সদস্য শেখ মুজিবর রহমান।

এছাড়া গত দুইদিনে বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট পৌরসভা, রামপাল, ফকিরহাটসহ ৫টি উপজেলা ও শাখায় সম্মেলনের মাধ্যমে পাল্টা কমিটি গঠন করেছে বিদ্রোহী গ্রুপ। এ সম্মেলনসমূহে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক সাবেক এমপি শেখ মুজিবর রহমান।

ফরিদপুর জেলা সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরে গত ১৬ নভেম্বর ছিল বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবার সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ও সরোয়ারী রহমানসহ ফরিদপুরের শীর্ষ স্থানীয় নেতাকর্মীরা। সম্মেলনের শুরুটা ভাল হলেও মধ্যাহ্ন বিরতির পর আহ্বায়ক কমিটির ভোটাভুটির সময় সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে আহত হয় ১৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রদলের জেলা সভাপতি সেলিম মিয়া গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। আহ্বায়ক কমিটির নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান আহ্বায়ক শাহজাদা মিয়া ও যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহাবুবুল হাসান পিংকু। সাধারণ সম্পাদক পদে সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এড. মোদারেস আলী ইসা ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এড. আলী আশরাফ নান্নু। ভোটে পরাজয় জেনে শাহজাদা মিয়া ও ইসা তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হামলা শুরু করে, সেকেন্ডের মধ্যে ভোট গ্রহণ বন্ধ ও সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়।

গতকাল শুক্রবার পিংকু ও নান্নু জানান, বেগম খালেদা জিয়া ও দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সাথে দেখা করেছেন। খুব শীঘ্রই ফরিদপুর জেলা শাখা গঠিত হবে। ১৬ নভেম্বরের সম্মেলনে হামলায় কোতোয়ালী থানায় জুলফিকার আলী জুয়েলসহ ৮ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে, একাধিক নেতাকর্মী জানান, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে শাহজাদা ও ইসা এ পদ ২টি ধরে রেখেছন। সাধারণ কর্মীরা আর তাদের চায় না। ফরিদপুরের বিএনপিকে চাঙ্গা করতে হলে তরুণ নেতা পিংকু ও নান্নুকে প্রয়োজন।

খুলনাঞ্চলের চামড়া বাজার নিয়ন্ত্রণে নিতে

ভারতীয় ব্লাকারদের কোটি কোটি টাকা লগ্নি

ঈদ সামনে রেখে চোরাকারবারীরা সক্রিয়

বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা

আবু হেনা মুক্তি

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে পুঁজি সংকটের সুযোগে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর খুলনাঞ্চলের চামড়া বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিতে কোটি কোটি টাকার পুঁজি লগ্নি করেছে। এ ক্ষেত্রে অনেক পুঁজিপতি হুন্ডির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা খুলনাঞ্চলে বিনিয়োগ করছে। এ কারণে এবারের কোরবানির চামড়া খুলনাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও টেনারি মালিকদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে সীমান্তে নজরদারি ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কালোবাজারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে লবণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। কোরবানী আসন্ন। কিন্তু মুখে হাসি নেই এ অঞ্চলের চামড়া ব্যবসায়ীদের। বাকিতে কেনাবেচা করেন। আর এ বাকি টাকা মহাজনদের কাছ থেকে আদায় করতে হিমশিম খেতে হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। জনৈক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মোঃ সেলিম ইনকিলাবকে বলেন, গত

ঈদে তিনি ঢাকার এক ব্যবসায়ীকে প্রায় দেড় লাখ টাকার চামড়া সরবরাহ করেছিলেন। মহাজন তাকে মাত্র ৮১ হাজার টাকা দিয়েছেন। একইভাবে জুলফিকার আলী, আব্দুস সালাম, আমিরুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের চিত্র একই রকম। উপরন্তু মহাজনরা জোরপূর্বক এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে রেখেছেন যাতে তারা কোনো আইনগত সাহায্য নিতে না পারেন। খুলনার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলেন, প্রতি বছর কোরবানীর ঈদের সময় পশুর চামড়া কেনার জন্য কোন ঋণের সুবিধা পায় না। প্রতি বছরই পুঁজি সংকট দেখা দেয়। এবার এ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর এ সুযোগে পুঁজি বিনিয়োগ করে ফেলেছে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। কারণ ভারতের বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দামে বাংলাদেশের চামড়া বিক্রি হয়। তাই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চোরাকারবারীরাও চামড়া ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করেন দ্বিগুণ লাভের আশায়। খুলনাঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি হচ্ছে চামড়ার চোরাচালান বন্ধ করতে হলে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সরকারী লোন দেয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে। সীমান্ত এলাকাগুলোর চামড়া ক্রয়ের জন্য ভারতীয় টাকায় সয়লাব হয়ে গেছে সমগ্র খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট। উদ্দেশ্য চামড়া ভারতে নেয়া। আর এজন্য প্রান্তিক অবস্থা থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ীরাও অগ্রীম টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে কোরবানির চামড়ার বাজার খুলনাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও টেনারি মালিকদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, ভারতের টেনারি শিল্প মালিকরা সিংহভাগ চামড়া অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। খুলনাঞ্চলের চামড়া ব্যবসায়ীরা এবার ঝুঁকে পড়েছে কালোটাকার প্রতি। গত বছরের তুলনায় এবার দশ ভাগ চামড়ার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা আশায় বুক বাঁধলেও অন্যদিকে লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে।

সূত্র মতে, ভারতীয় ফড়িয়া ও দালালরা বৈধ-অবৈধ পথে বৃহত্তর খুলনাঞ্চলে আসতে শুরু করেছে। এ দেশীয় কালোবাজারী ও হুন্ডি ব্যবসায়ীরা তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছে। খুলনা বড়বাজার কেন্দ্রিক হুন্ডি ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ফড়িয়াদের সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকে। দেশে-বিদেশে চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অমিত সম্ভাবনা রয়েছে শিল্পটির। চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত লাখ লাখ পরিবার। পরিকল্পিতভাবে চামড়া ক্রয়, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের। ঈদুল আযাহ উপলক্ষেই প্রতি বছর চামড়ার সবচেয়ে বড় যোগান সৃষ্টি হয়। এই মহেন্দ্রক্ষণকে সামনে রেখেই প্রতি বছর কালোবাজারীরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের ফাঁদ পাতে। আর সেই ফাঁদেই পা দিয়ে থাকেন প্রান্তিক চামড়া ব্যবসায়ীরা। দেশীয় এই সম্পদকে দেশের কাজে লাগানোর জন্য সুশীল সমাজ দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে খুলনা নাগরিক নেতা শেখ আব্দুল হাকিম ইনকিলাবকে জানান, সরকারকে এই কালোবাজারীদের রুক্ষতে হবে। খুলনার সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন সীমান্তের চোরাঘাট দিয়ে প্রতি বছর চামড়া পাচার হয়ে থাকে। এ বছরও তারা থেমে নেই। এজন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। নইলে এ শিল্পটিও ভবিষ্যতে চরমভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। প্রবীণ আইনজীবী অ্যাড. লিয়াকত আলী মোল্লা ইনকিলাবকে বলেন, সরকারকে পাচাররোধে বিশেষ অধ্যাদেশ জারি ও বর্তমানে যে আইন রয়েছে তার সঠিক প্রয়োগ এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। অন্যথায় চামড়া সম্পদ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অ্যাড. সাইদুর রহমান মোল্লা বলেন, সীমান্ত এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ মোকামে টাস্কফোর্সের অভিযানের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ফড়িয়াদের চিহ্নিত করে তাদের এবং দেশের হুন্ডি ব্যবসায়ী ও দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দক্ষিণাঞ্চলে ঈদ পরবর্তী বাড়তি কোন স্টিমারের ব্যবস্থা নেই বিআইডব্লিউটিসির : এবারো যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা

বেসরকারী লঞ্চ মালিকদের পোয়াবারো

নাছিম উল আলম

বহরে অতিরিক্ত নৌযান থাকার পরও রাষ্ট্রীয় জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠান-বিআইডব্লিউটিসি আসন্ন ঈদুল আযাহা

পরবর্তী বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কর্মস্থলমুখী যাত্রীদের জন্য বাড়তি কোন স্টিমারের ব্যবস্থা করছে না। বিগত ঈদুল ফিতরের সময়ও একই ভূমিকা পালন করে সংস্থাটির যাত্রীসেবা(?) ইউনিট। পরবর্তিতে নৌপরিবহনমন্ত্রী ও সংস্থার পরিচালক বাণিজ্যের হস্তক্ষেপে কয়েকটি বিশেষ স্টিমার প্রদান করা হলেও কর্মস্থলে ফেরা যাত্রী দুর্ভোগ ছিল চরমে। রাষ্ট্রীয় একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানীর সাথে দক্ষিণাঞ্চলে নিরপদে যাত্রী ভ্রমণ সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণে বিআডব্লিউটিসির বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর কতিপয় কর্মকর্তা নানা রহস্যঘেরা কারণে সে দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছা অন্ধত্বে ভুগছেন। অপরদিকে বেসরকারী নৌযান মালিক সমিতিও এবার ঈদের পরে মাত্র ৪ দিন বিশেষ নৌযানের মাধ্যমে কর্মস্থলমুখী যাত্রী পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রীদের জিম্মি করতে যাচ্ছে। লঞ্চ মালিক সমিতির কতিপয় নেতা তাদের নিজস্ব নৌযানসমূহে বাড়তি যাত্রী বহনের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বড় মাপের এবং বিলাসবহুল লঞ্চগুলোর ঈদের পূর্বে ও পরে ডবল ট্রিপের মাধ্যমে ঘরমুখো ও কর্মস্থলমুখী বাড়তি যাত্রী পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছে। এমনকি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু এমপি এবং বরিশাল সদর ও টঙ্গীবাড়ী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত একাধিকবার ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মাহবুব উদ্দিন আহমদ লঞ্চ মালিক সমিতির নেতা হিসেবে সব কলকাঠি নাড়ছেন বলেও সুস্পষ্ট অভিযোগ উঠেছে। কোন লঞ্চ মালিক নিষেধাজ্ঞা উপক্ষো করে বাড়তি নৌযান বা ডবল ট্রিপে যাত্রী পরিবহন করলে সমিতি ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করবে বলেও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ঐ দুই নেতা। তবে সীমিত লঞ্চের সাহায্যে মাত্রারিক্ত যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেনি মালিক সমিতি।

এদিকে মহাজোটের দুই নেতার নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ মালিক সমিতির এ স্বেচ্ছাচারিতায় দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রীরা যখন জিম্মি হতে চলেছে তখনই বিআইডব্লিউটিসি'র কতিপয় কর্মকর্তাও বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঈদ পরবর্তী কর্মস্থলমুখী যাত্রীদের রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চাঁদপুর হয়ে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পৌঁছার ক্ষেত্রে সংকুচিত নীতি অবলম্বন করেছে। ফলে বেসরকারী লঞ্চ মালিকদের এবার অনেকটাই পোয়াবারো। মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইতে এবার আর কোন সমস্যাই থাকছে না। অথচ রাষ্ট্রীয় এ জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠানটির কাছে এবার এমভি সোনারগাঁও ও এমভি সেলা নামের দুটি বাড়তি যাত্রীবাহী নৌযান রয়েছে। কিন্তু এরপরও ঈদের পরে শুধুমাত্র ৩ ডিসেম্বর পিরোজপুর (হুলারহাট) থেকে বরিশাল হয়ে পিএস লেপচা, ৪ ডিসেম্বর ক্ষুদ্রাকৃতির এভি সেলা ও ৬ ডিসেম্বর বাগরহাটের মোড়েলগঞ্জ থেকে পিএস লেপচা ৫টি ঘাট ধরে বরিশাল হয়ে ঢাকায় যাবার কথিত বিশেষ স্টিমার সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে সংস্থাটি। এর বাইরে ঈদের পরদিন রোববার সংস্থার রকেট স্টিমার সার্ভিসের বন্ধের দিন পিএস টার্ন মোড়েলগঞ্জ থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকা পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

অথচ ঈদের আগে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবেই ২৪ নভেম্বর ঢাকা থেকে ৩টি নৌযান বরিশাল-পিরোজপুর ও মোড়েলগঞ্জের উদ্যেশে ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের কাছে বেশী প্রয়োজনের ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে জাহাজ ছাড়ছে মাত্র ২টি।

এমনকি চট্টগ্রাম-বরিশাল রুটে কোন বিশেষ স্টিমার প্রদান না করে ঈদের আগেরদিন অপেক্ষাকৃত বড় মাপের নৌযান এমভি বার আউলিয়ার পরিবর্তে ছোট মাপের জাহাজ এমভি মনিরুল হককে বরিশালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবেই গত ঈদুল ফিতরের মত আসন্ন ঈদুল আযহাতেও রাজধানীর সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রী পরিবহনে রহস্যজনক উদাসীনতা ও ব্যর্থতার নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় জাহাজ চলাচল প্রতিষ্ঠানটি। অথচ প্রতিষ্ঠানটির কাছে নৌযানের কোন সংকট নেই। বরং ঈদ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে লাখো মানুষ কর্মস্থলে ফেরার জন্য যখন নৌযানের সন্ধানে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ঘাটে ঘাটে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার প্রহর গুনবে, তখন সরকারী এ সংস্থাটির অনেক নৌযান অলস পড়ে থাকবে ঢাকা ঘাটে। এ ব্যাপারে গতকাল সংস্থার যাত্রী সেবা(?) ইউনিট প্রধানসহ বাণিজ্য পরিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কাউকে টেলফোনে পাওয়া যায়নি।

মৌমাছিরা খাদ্যের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারে

ইনকিলাব ডেস্ক :

মৌমাছিরা বিভিন্ন তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে বলে জানিয়েছেন সান্দিয়াগো ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানীরা। এ গুণের ফলে মৌমাছিরা উষ্ণতা শনাক্ত করতে পারে এবং ফুলের চিনিসমৃদ্ধ নেকটার কিংবা উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ পরাগের খোঁজ পায়। অন্য বিজ্ঞানীরা আগেই ধারণা পেয়েছিলেন যে, মৌমাছির এ ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর 'জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি'তে প্রকাশিতব্য এক নিবন্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানীরা তাদের বিস্তারিত গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপন করবেন। গবেষণা পরিচালনা প্রধান জীববিজ্ঞানী সহযোগী অধ্যাপক জেমস নিয়েহ বলেন, আমরা দেখিয়েছি যে, মৌমাছির খাদ্যের তাপমাত্রা নির্ণয়ের ক্ষমতা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোন মৌমাছি খাদ্যের অন্বেষণে যাচ্ছে এবং কারা উন্নত মানের খাদ্য নিয়ে মৌচাকে ফিরছে তা জানার ক্ষেত্রে এ তথ্য সহায়ক হবে। সূত্র: সায়েন্স ডেইলি।

জায়গা নিয়ে বিরোধে ২ সিংহের হামলায় বাঘিনী নিহত

ইনকিলাব ডেস্ক :

চেক রিপাবলিকের উত্তরাঞ্চলীয় একটি চিড়িয়াখানায় একটি বিরল প্রজাতির সাদা বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকে তাকে হত্যা করেছে দু'টি সিংহ। ঘটনাটি ঘটে লিবারিক চিড়িয়াখানায়। দেশের একমাত্র এখানেই রয়েছে সাদা বাঘিনী। বাঘিনীর চিৎকারে চিড়িয়াখানার কর্মীরা সতর্ক হলেও হত্যাকাণ্ড রোখা যায়নি। ১৭ বছরের ইসাবেলা নামের বাঘিনীটি একটি ছাদখোলা স্থান দখলে নিলে তা উদ্ধারে ১৪ বছরের সিংহ সুলতান ও ১১ বছরের ইলসা গোপন পথে গিয়ে তার ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করে। রাতের বেলা একই খাঁচায় থাকলেও দিনে তারা থাকে পৃথক ছাদখোলা বিশাল ঘেরাও করা জায়গায়। কিন্তু ছাদখোলা ঘেরাও স্থানটি গোলাকার। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সিংহ দু'টি পূর্বের দিন যেখানে অবস্থান করেছিল পরের দিনও সেখানে যাবার চেষ্টা করছিল। চিড়িয়াখানার পরিচালক নেজেদিয়ো বলেন, চিড়িয়াখানায় এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে ১২ বছর ধরে এবং ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইসাবেলার মাদী বাচ্চাসহ এ চিড়িয়াখানায় রয়েছে ৩টি সাদা বাঘ। চেক রিপাবলিকের এটি সবচেয়ে পুরনো চিড়িয়াখানা এবং ১৯১৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সূত্র : বিবিসি।

ব্রিটিশ আইন প্রণেতার পদত্যাগ

ইনকিলাব ডেস্ক

সহকর্মীদের ব্যয়ের অভিযোগ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ব্রিটিশ আইন প্রণেতা শুক্রবার নিজেই অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগে হাউজ অব কমন্স কমিটির প্রধানের পদে ইস্তফা দিয়েছেন। শুক্রবার ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার এক খবরে বলা হয়, আইন প্রণেতা ডেভিড কারি একটি দ্বিতীয় বাড়ী পরিচালনার জন্য সরকারী কোষাগার থেকে ৩০ হাজার পাউন্ড নিয়েছেন। কিন্তু স্ত্রীর বাধার কারণে বাড়ীটি তিনি ব্যবহারই করতে পারেননি। রক্ষণশীল দলের আইন প্রণেতা কারি বৃহস্পতিবার আইন প্রণেতাদের ব্যয় সংক্রান্ত হাউজ অব কমন্স কমিটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাকে এখন অভিযোগের আনুষ্ঠানিক তদন্তের সম্মুখীন হতে হবে। সংবাদপত্রটির খবরে বলা হয়, বৈবাহিক আপোস-রফার শর্ত হিসেবে কারির স্ত্রী তাকে কটেজটি ব্যবহারে বাধা দেন। কারি এক বিবৃতিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, 'পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি কটেজটি ব্যবহার করেছি। আর এতে আমি সন্তুষ্ট।' সূত্র : এএফপি।

বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলো পাবলিক লিঃ কোম্পানী করা উচিত

ড. আকবর আলী

স্টাফ রিপোর্টার

বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান। তিনি বলেন, অনুমোদন দেয়ার সময় বেসরকারী টিভিগুলোকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবেই অনুমোদন দেয়া উচিত। এটা করা হলে কেউ টাকার জোরে টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে কায়েমী স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না। গতকাল 'টেলিভিশন সাংবাদিকতা : গণমাধ্যমের বিকাশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আকাশ সংস্কৃতির বিদেশী আগ্রাসন রোধ করতেই এ পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

বিশ্ব টেলিভিশন দিবস উপলক্ষে মহাখালী ব্রাক সেন্টার ইন-এ শিক্ষা বিচিত্রা এই বৈঠকের আয়োজন করে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সাবেক উপদেষ্টা মাহবুবুল আলম, সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান, আবদুস শহীদ, বরকত উল্লাহ, ড. আবদুল হাই সিদ্দিক, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল প্রমুখ।

বক্তারা টেলিভিশন সাংবাদিকদের জন্য পৃথক ওয়েজবোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী হামলায় যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত ২ জন নিহত : আহত ৪৭

বিবিসি অন লাইন

ভারতের মাওবাদী বিদ্রোহীরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি ট্রেন লাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে। লাইন উড়িয়ে দেয়ার সাথে সাথে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনও লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ২ জন। আহত হয়েছে ৪৭ জন। এই বিস্ফোরণের সংবাদ জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

আট বগি বিশিষ্ট এই যাত্রীবাহী ট্রেনটি টাটানগর ও বিলাসপুর-এর মধ্যবর্তী ঘাগরা স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণের শিকার হয়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঘাগরা স্টেশনের কাছে ট্রেনলাইন উড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে ভারতের রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, মাওবাদীরা ঝাড়খণ্ডে ট্রেন লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। এটা অবশ্যই একটি নাশকতামূলক কাজ। যেসব বগি লাইনচ্যুত হয়েছে সেগুলোর মারাত্মক ক্ষতিসাধন হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি আরো বলেছেন, ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হলে দু'জন যাত্রীর প্রাণহানি হয় এবং আটকাপড়ে আছে কমপক্ষে ৬ জন। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, মাওবাদীরা ট্রেন লাইনের পাশে একাধিক স্থানে বিস্ফোরক স্থাপন করে। এই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ আগে কোনও কিছু বুঝতে পারেনি। যে কারণে বড়ো ধরনের একটি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে গেলো। তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী হামলার পরে উদ্ধারকারী দলের লোকেরা অকুস্থলে ছুটে যায়। তারা তাদের উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা ট্রেনের বগির মধ্যে আটকা পড়ে আছে তাদের বের করার চেষ্টাও চলছে।

ঝাড়খণ্ডের এই হামলা সম্বন্ধে জানা যায়, কয়েক দিন আগে এই রাজ্যের একজন মাওবাদী নেতাকে পুলিশ আটক করে। এই নেতাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য মাওবাদীরা ২৪ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দেয়। সরকার এই বন্‌ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঠেকানোর ব্যবস্থা নেয়। ঘাগরাহাট স্টেশনের কাছে যে ট্রেনটি হামলার শিকার হয় তার কয়েকটি বগিতে ছিলো নিরাপত্তা কর্মীরা। মাওবাদীরা নিরাপত্তা কর্মী বহনকারী ট্রেনটিকে প্রতিহত করতে হামলা চালিয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, গত সপ্তাহে একজন সাবেক প্রাদেশিক আইনসভা সদস্যকে মাওবাদীরা অপহরণ

করে নিয়ে যায়। এই অপহরণ ঘটনায় সারা ঝাড়খণ্ডের মানুষ আতঙ্কে ভুগতে থাকে। তবে সাবেক আইন সভা সদস্য রামচন্দ্র সিংহকে মাওবাদীরা কয়েকদিন পরে নাটকীয়ভাবে মুক্তি দেয়। রামচন্দ্র সিংহকে কেন মাওবাদীরা অপহরণ করেছিলো কিংবা কেন তাকে নাটকীয়ভাবে ছেড়ে দেয়া হলো– এই বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে পারেনি।

ভারতে মাওবাদীদের উত্থান একটি পুরনো ঘটনা। সরকার নানাভাবে নানা কৌশলে মাওবাদীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। মাওবাদীরা কখনো কখনো কিছুটা পিছিয়েছে, কখনো তাদের রণকৌশলে পরিবর্তন এনেছে। তারা নিঃশেষ হয়েছিলো এমন ভাবা যায় না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের অনেক রাজ্যে মাওবাদীরা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেছে। তারা রীতিমত প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলতে বাধ্য হয়েছেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হলো, মাওবাদী সন্ত্রাস। প্রধানমন্ত্রী মাওবাদী বিদ্রোহীদের দমনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন– নিয়েছেন মাওবাদী উৎখাতের ব্যবস্থাও।

ভারতের ২০টি রাজ্যে মাওবাদীরা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মোট ৬শ’ জেলার মধ্যে ২২৩টি জেলায় মাওবাদীরা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেছে। যার ফলে, সেখানে হত্যা, গুম, উচ্ছেদ, ট্রেনলাইনে হামলা, থানা দখল, পুলিশ হত্যা, অপহরণ সমানে চলছে। এ সব অপহরণ, হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরাম কয়েকটি রাজ্যের মাওবাদীদের উৎখাত করার জন্য বিশেষ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই অভিযানে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নেয়া হবে না। অভিযানে অংশগ্রহণ করবে ৪০ হাজার আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য ও ৭ হাজার বিশেষ পুলিশ, যারা জঙ্গল মহলে দায়িত্ব পালন করার ট্রেনিংপ্রাপ্ত। চিদাম্বরাম আরো জানিয়েছেন, এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকবে স্থানীয় রাজ্যের পুলিশ বাহিনীও। এই অভিযানের কথা প্রকাশ পাওয়ার পরে মাওবাদী নেতৃত্ব বিচলিত না হয়ে রীতিমত হুমকি দিয়েছে, ভারতের বিমানবাহিনী যদি তাদের ওপর কোনো ধরনের বিমান হামলা চালায় তাহলে তারা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন, সোনিয়া গান্ধীসহ আরো কয়েকজনকে হত্যা করবে।

বাজারে সরবরাহ প্রচুর শাক-সবজির দাম কিছুটা কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার

শীতের সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি সপ্তাহে বাজারে শাক-সবজির দাম বেশ কিছুটা কমেছে। প্রায় সব ধরনের সবজির দাম কেজিপ্রতি ৮-১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। বিক্রেতারা জানান, বাজারে শীতের সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কমতে শুরু করেছে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সবজির সরবরাহ আরো বৃদ্ধি পেলে কপি, সিমসহ অন্যান্য শীতকালীন সবজির দাম আরো কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বাজারে সুখবর বলতে এতটুকুই। এছাড়া চাল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় আরো বেড়েছে। ঈদকে সামনে রেখে আদা, রসুনসহ মসলা জাতীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। কমেছে ডিমের দাম। আবারো চড়া হয়েছে মাছের বাজার।

বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, মোটা ইরি বিক্রি হচ্ছে ২৩-২৪ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য চালের মধ্যে স্বর্ণা বিক্রি হচ্ছে ২৪-২৫ টাকা কেজি দরে। পারি ২৬-২৮ টাকা, বিআর ২৮ ও ২৯ বিক্রি হচ্ছে ২৭-২৯ টাকা কেজি দরে। মিনিকেট ৩৫-৩৬ টাকা, নাজিরশাইল দিনাজপুর ৪০-৪২ টাকা এবং নাজিরশাইল সাভার ৩৩-৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পোলাওয়ের চাল ৭৫-৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

দেশী পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪৫-৪৬ টাকা কেজি দরে, ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৮-৪০ টাকা কেজি দরে। রসুন দেশী ১২০ টাকা এবং বিদেশী রসুন ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আদা দেশী নতুন ৮০ টাকা এবং চায়না আদা ৭৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ২৫-৩০ টাকা কেজি দরে।

সয়াবিন প্রতি লিটার ৮০ টাকা এবং সুপার ৬৮-৭০ টাকা লিটারে বিক্রি হচ্ছে। পাম তেল বিক্রি হচ্ছে ৬২-

৬৫ টাকা লিটারে।

সবজির মধ্যে আলু ২৮ টাকা, কাকরোল ২০ টাকা, করলা ২৫ টাকা, বরবটি ২৫ টাকা কাঁচাকলা প্রতি হালি ১৬-১৮ টাকা, বেগুন ২৫-২৮ টাকা, পটল ২৫-২৮ টাকা, ঢেঁড়স ২৮ টাকা, মুলা ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর গোশত বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ২২০-২৩০ টাকা কেজিতে। খাসির গোশত ৩৩০-৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্রয়লার মুরগি ১১৫-১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি হালি ২৫-২৬ টাকা দরে। বাজার ভেদে চিনি বিক্রি হচ্ছে ৫২ টাকা কেজি দরে।

দেশী মসুর ডাল সর্বোচ্চ ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য ডালের মধ্যে মসুর বোল্ডার ১১০ টাকা, মুগ ৯৫ টাকা, খেসারি ৫৫ টাকা, বুট ৬০ টাকা এবং এ্যাংকার ডাল ৩৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে মাছের বাজার আবারো চড়া হয়েছে। পাঙ্গাশ বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য মাছের মধ্যে মাঝারি সাইজের রুই-কাতলা বিক্রি হচ্ছে ২০০-২২০ টাকা কেজি দরে। বড় চিংড়ি বিক্রি হচ্ছে ৩৫০-৪০০ টাকা কেজি দরে।

বরিশালে হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট চালুর গরজ নেই

বরিশাল ব্যুরো : নির্মাণকাজ শেষ হবার পরেও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটটি চালু করার ন্যূনতম কোন গরজ নেই স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের। বরিশাল শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে প্রায় ১৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত “বরিশাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি”-এর নির্মাণ কাজ শেষে তা হস্তান্তরও করতে চাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অবকাঠামো নির্মাণ বিভাগ “সিএমএমইউ”। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রিন্সিপালকে চিঠি দেয়ার পরে তিনি স্বাস্থ্য অধিদফতর বা মন্ত্রণালয়ের কোন আদেশ না পাওয়ায় এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে এ প্রতিষ্ঠানে কোন জনবল নিয়োগ না হওয়ায় এটি দেখাশোনা করাসহ এর নিরাপত্তা নিয়েও চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি কবে নাগাদ এ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে তা নিয়েও নানা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অথচ এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যে।

বিগত জোট সরকারের সময় “হেলথ নিউট্রিশন অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রজেক্ট”-এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৬টি বিভাগে ১টি করে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বরিশাল শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অব্যবহৃত জমি থেকে ২.৭৮একর জমি এ ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। ২০০৬-এর জুনে প্রকল্পটির অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়। ঐ বছরই ৯আগস্ট দরপত্র গ্রহণ করে ২০০৭-এর ৫ফেব্রুয়ারী বরিশালের প্রকল্পটির জন্য কার্যাদেশ প্রদান করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট-সিএমএমইউ। মোট ১৬কোটি ২০লাখ ২৭,৬৫৬ টাকার এ প্রকল্পটি নির্ধারিত ৩০ মাস সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে।

কিন্তু প্রকল্পটির অবকাঠামো নির্মাণকালীন ৩০ মাস সময়ের মধ্যেও স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারেনি। ফলে এখন একটি ভবন সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে বরিশালের হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটটি। সদ্যনির্মিত বরিশাল হেলথ টেনোলজি ইনস্টিটিউটে ফিজিওথেরাপি, রেডিওলজি, ফার্মেসি, ডেন্টাল, প্যাথলজি ও বায়োকেমেস্টি বিভাগের টেকিনিশিয়ান কোর্স চালু করার কথা রয়েছে।

কিন্তু এ সবকিছুর চেয়েও এখন জরুরী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি চালু করা। নচেৎ দেশী–বিদেশী অর্থে নির্মিত এ বিশাল অবকাঠমোসমূহ একটি ভবন সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না বলে শংকিত ওয়াকিবহাল মহল। এ ব্যাপারে সিএমএমইউ'র বরিশাল অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন-এর সাথে আলাপ করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, পুরো বিষয়টি

উর্ধ্বতন কতৃপক্ষ অবহিত আছেন। তবে প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি।

পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত নেটওয়ার্ক প্রয়োজন –শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বিশ্বব্যাপী পরিবেশের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ।

গতকাল (শুক্রবার) এসোসিয়েশন হামবোল্ট ফেলোস বাংলাদেশের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'নতুন সহস্রাব্দে পরিবেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এ মত প্রকাশ করেন।

এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর এম মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে ঢাবি ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বুয়েট ভিসি প্রফেসর এ এম এম সফিউল্লাহ ও ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত হলগার মিচেল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলো প্রধানত দায়ী হলেও দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এটা মোকাবিলায় একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।"

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "বিশ্বের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য প্রধানত দায়ী। মানবজাতি, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ, সবই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বলেন, "বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই সামান্য। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে আমাদের ১৮ শতাংশ জমি পানিতে তলিয়ে যাবে এবং ১১ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

মন্ত্রী বলেন, "পরিবেশের পরিবর্তনই হবে কৃষির উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রধান কারণ। এর ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট প্রকট হবে।"

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুস সাত্তার মণ্ডল এবং স্পন্সরশিপ এন্ড নেটওয়ার্ক অব দি আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. স্টিফেন মেলীচ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন।

ভিসিকে হত্যার হুমকির ঘটনায় ঢাবি শিক্ষক সমিতির নিন্দা জড়িতদের খুঁজে বের করে শাস্তি দাবী

স্টাফ রিপোর্টার : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক। সভাটি পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম। সভায় ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে পত্রের মাধ্যমে হত্যার হুমকি প্রদানের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। বলা হয়, ইতোপূর্বে এ ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে এবং তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। দুষ্কৃতকারীরা ঘটনা

ঘটিয়ে ক্লুও রেখে যাচ্ছে। ক্লু ধরে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য এ সভায় সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়। আরো বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নস্যাৎ করার জন্য কেউ কেউ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অপপ্রয়াস প্রতিহত করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্যও এ সভায় সরকারের প্রতি জোর দাবী করা হয়।

‘গ’ ইউনিট

ঢাবিতে অনার্সের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে ‘গ’ ইউনিটের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘণ্টাব্যাপী এ পরীক্ষা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন ও গ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর ড মোঃ আব্বাস আলী খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ বছর ‘গ’ ইউনিটের অধীনে ৯শ’ আসনের জন্য প্রায় ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী ১৭টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদিকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে চাল বিতরণ চলছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ বিজিএমইএ’র উদ্যোগে তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রয় কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত ঢাকায় ৬১টি তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে ডিলারশীপ নিয়ে তাদের কারখানাগুলোর মোট ৫৮ হাজার ১৩৮ জন শ্রমিকের মাঝে ন্যায্যমূল্যে প্রায় ১০ লাখ ১ হাজার ৫৯০ কেজি চাল বিক্রয় করেছে। উল্লেখ্য, বিজিএমইএ’র উদ্যোগে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রয়ের জন্য সরকারের খাদ্য অধিদফতরের সাথে গত ২৬ আগস্ট বিজিএমইএ’র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী কারখানাগুলো সরকারের কাছ থেকে ডিলারশীপ নিয়ে ন্যায্যমূল্যে শ্রমিকদের মাঝে চাল বিক্রয় করছে। এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য পোশাক কারখানাগুলোর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

উন্মুক্ত ভার্সিটির এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের ৩ বই প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইতিহাস বিকৃত থাকায় এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের দ্বিতীয় বর্ষের তিনটি বই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর এসএসসি প্রোগ্রামের দ্বিতীয় বর্ষের পৌরনীতি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের দ্বিতীয় বর্ষের সমাজবিজ্ঞান এবং পৌরনীতি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে বইগুলো প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঠ্যবইগুলোতে ইতিহাস বিকৃতির জন্য দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ বিষয়ে বোর্ড অব গভর্নর্স-এর একটি জরুরী সভা আগামী কাল ২২ নভেম্বর বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে।

আবহাওয়া

ইউএনবি : আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাষে বলা হয়েছে খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কোথাও কোথাও হাল্কা বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানে আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দেশের নদী অববাহিকায় শেষ রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাল্কা বা মাঝারী কুয়াশা পড়তে পারে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোরে ৩০ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানীতে আজ সূর্যাস্ত ৭টা ১৮ মিনিটে এবং আগামীকালের সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে।

গতকাল ছ'টি বিভাগীয় শহরে তাপমাত্রা ছিল ঢাকায় ২৮.৬ ও সর্বনিম্ন ২১.৪, চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ২৪.৫ ও সর্বনিম্ন ২৩, রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ২৮ ও সর্বনিম্ন ১৬.৭, খুলনায় সর্বোচ্চ ২৯ ও সর্বনিম্ন ২১.৫, বরিশালে সর্বোচ্চ ২৯.৫ ও সর্বনিম্ন ২১.৬ এবং সিলেটে সর্বোচ্চ ২৮ ও সর্বনিম্ন ১৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বোচ্চ : যশোরে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বনিম্ন : রাজশাহীতে ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাশিচক্র

প্রফেসর হাওলাদার

২১-১১-০৯

মেষ ঃ বিক্রয় বাণিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রতিদ্বন্দ্বী আরও তৎপর থাকবে। স্বাস্থ্যে অধিক যত্নবান হোন। রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ ঃ পেশাগত কোন সমস্যা আপনাকে ব্যথিত করতে পারে। শত্রু আরও সক্রিয় হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। উপরস্থদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখুন।

মিথুন ঃ আপনার সিদ্ধান্তে স্থির থাকুন। কোন ঘটনা আপনার উদ্বেগ বাড়াতে পারে। অধীনস্থদের উপর নির্ভর করবেন না। বিপরীত লিঙ্গে আনুকূল্য পাবেন।

কর্কট ঃ কর্মসংস্থানে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়িয়ে চলুন। আপোষমূলক মনোভাব শুভফল প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। পাওনা আদায় সহজ হবে। অদৃশ্য সহযোগিতা প্রাপ্তির যোগ।

সিংহ ঃ পাওনা আদায় সহজ হবে। আর্থিক যোগাযোগ শুভ। বন্ধুর দ্বারা অপ্রত্যাশিত কোন ফল পাবেন। ভুল তথ্য আপনাকে বিব্রত করতে পারে।

কন্যা ঃ কেনাকাটায় লাভবান হবেন। অধীনস্থদের সামলাতে আপনাকে আরও কুশলী হতে হবে। জনসংযোগমূলক কাজে তৃপ্তি পারেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অশুভ।

তুলা ঃ স্বাস্থ্যে অধিক যত্ন নেয়া প্রয়োজন। পেশাগত কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাহসের সাথে কুশলী হলে ঝামেলা এড়াতে পারবেন। বিনোদন শুভ হবে।

বৃশ্চিক ঃ পারিবারিক বিষয়ে মুরুব্বিস্থানীয় কোন ব্যক্তি ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। আত্মীয় দর্শন শুভ। কোন বিষয় নিষ্পত্তিতে নতুন তথ্যটি আবার যাচাই করুন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা পাবেন। চাপার জোর অর্জন ও চাপাবাজি বর্জন করুন।

ধনু ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী নতুন ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারে। কোন বিষয়ে আপনি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার অবস্থান পরিবর্তন করুন। যাত্রা শুভ।

মকর ঃ শত্রুরা অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিষয় দোষারোপ করতে পারে। আপোষ নিষ্পত্তির বিষয়টা পুনঃ বিবেচনা করুন। অধীনস্থ কেউ আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে।

কুম্ভ ঃ স্বাস্থ্যে অধিক যত্ন নিন। রোমান্স এড়িয়ে চলুন। আর্থিক ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন। আপনার সততা প্রমাণিত হবে। কর্মপ্রচেষ্টা বাড়াতে হবে।

মীন ঃ কেনাকাটায়ও লাভবান হবেন। উপরস্থ/মুরুব্বিদের সাথে আপনার সততা সহায়ক হবে। যাত্রা শুভ।